গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৮ বর্ষ ৯ সংখ্যা | ১০ - ১৬ অক্টোবর ২০২৫ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

উত্তরবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি দ্রুত মোকাবিলার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্য সম্পাদকের চিঠি

উত্তরবঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে ৬ অক্টোবর এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য কমিটির তরফ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে এই চিঠি দেওয়া হয়েছে।

গভীর উদ্বেগের সাথে আমরা এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

১) প্রবল বর্ষণে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা এবং কোচবিহার জেলার একটি বড় অংশ যে বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ২৮ জনের বেদনাদায়ক প্রাণহানি ঘটেছে তা আপনি অবগত আছেন।

তা সত্ত্বেও এই রকম ভয়াবহ বিপর্যয়ের সময়ে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হয়ে বিপুল সরকারি অর্থব্যয়ে কলকাতায় 'কার্নিভাল'-এ কী ভাবে আপনি 'আনন্দমুখর' থাকতে পারলেন এ প্রশ্ন আমাদের এবং সমগ্র পশ্চিমবঙ্গবাসীর।

২) বিপর্যয়ের এই ঘটনায় আমরা দাবি করছি— পাহাড় এলাকায় সরকারকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বিপদগ্রস্তদের উদ্ধার, ত্রাণ শিবিরে খাদ্য ও পানীয় জল সরবরাহ, আহতদের পুরো চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। পরবর্তীতে যে সমস্ত রোগের সম্ভাবনা, তার চিকিৎসার পরিকল্পনা ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই বিপর্যয়ে মৃতদের পরিবারকে ন্যূনতম ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ও পরিবারের একজনে সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি পুনর্নির্মাণ ও মেরামতের জন্য দ্রুততার সাথে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের ও মৃত গবাদি পশুর উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ কৃষক ও গৃহস্থদের দিতে হবে। দিনমজুর ও কৃষি-মজুরদের বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বিশেষ করে পাহাড়ে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা ও ব্রিজ মেরামত করে জনজীবন স্বাভাবিক করতে হবে। নদীবাঁধ মেরামতি ও বাঁধ সুরক্ষায় নজরদারি বাড়াতে হবে। জলস্রোতে ভেসে আসা পলি সরানোর উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। বন্যায় বনাঞ্চল থেকে সংলগ্ন লোকালয়ে ভেসে আসা বন্যপ্রাণীদের বনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

আপনি এ বিষয়েও অবগত আছেন যে, তথাকথিত উন্নয়নের নামে এবং পর্যটন শিল্পের বিকাশের নামে পরিবেশবিদ ও বিজ্ঞানীদের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে বেশ কয়েক বছর ধরে পাহাড়ি এলাকায় বৃক্ষনিধন, অপরিকল্পিত বাড়ি ও রাস্তা নির্মাণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা চলছে। তার ফলে প্রতি বছরই

আটের পাতায় দেখুন

দুর্গত মানুষের পাশে এসইউসিআই(সি) কর্মীরা

উত্তরবঙ্গের বন্যাবিধ্বস্ত জেলাগুলিতে দলের ছাত্র-যুব-মহিলা কর্মীরা ও বিভিন্ন গণসংগঠন দ্রুত ত্রাণ সংগ্রহ করে দুর্গত এলাকায় মানুষকে উদ্ধার ও ত্রাণের ব্যবস্থা করার জন্য ছুটে যান। দলের রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে ৮ ও ৯ অক্টোবর রাজ্যের সর্বত্র ত্রাণ সংগ্রহের ডাক দেওয়া হয়।

কোচবিহার জেলার টাকাগাছ কারিশাল এলাকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ বিতরণ। ৭ অক্টোবর

বর্বর গণহত্যা ও শান্তির বুলি
সাম্রাজ্যবাদেরই দুই মুখ

প্যালেস্টাইনের উপর গত দু-বছর ধরে চলমান মার্কিন মদতপুষ্ট ইজরায়েলের প্রায় একতরফা বর্বর হামলা বন্ধ করার নাম করে হঠাৎ একটি ২০ দফা পরিকল্পনা জনসমক্ষে নিয়ে এসেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কী আছে সেই পরিকল্পনাতে? গাজার মানুষ যাতে স্বাধীন ভাবে শান্তিতে বসবাস করতে পারে তার ব্যবস্থা? না, পরিকল্পনার লক্ষ্য একেবার ঠিক উল্টোটাই। গাজাকে গিলে ফেলার লক্ষ্য নিয়েই তৈরি করা হয়েছে এই পরিকল্পনা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট অবশ্য এটিকে 'অসাধারণ' বলে ঘোষণা করে নিজেই নিজের ঢাক পিটিয়েছেন। যদিও প্রস্তাব তৈরিতে প্যালেস্টাইনের কোনও মতামত নেওয়া হয়নি শুধু নয়, হুমকি দিয়ে ট্রাম্প বলেছেন, যদি এই প্রস্তাব মেনে না নেয়, তা হলে প্যালেস্টাইনকে নরক করে দেওয়া হবে। যদিও সেখানকার আরব বাসিন্দাদের জীবন নারকীয় করে তুলতে ইতিমধ্যেই তাঁরা আর কিছু বাকি রাখেনি।

উল্লেখ্য, গাজায় গণহত্যা চালাচ্ছে ইজরায়েল। কিন্তু ট্রাম্পের তথাকথিত শান্তি প্রস্তাবে সমস্ত শর্ত চাপানো হয়েছে প্যালেস্টাইনের জনগণের ওপরেই। গণহত্যার বিরুদ্ধে ইজরায়েলের প্রতি কোনও বার্তা তাতে নেই। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই চুক্তি মেনে সব ইজরায়েলি পণবন্দিকে প্যালেস্টাইন মুক্তি দিলে তার পাল্টা ইজরায়েলের হাতে বন্দি ২৫০ প্যালেস্টিনীয়কে মুক্তি দেবে সে দেশের সরকার। গাজায় শান্তি স্থাপনের জন্য প্যালেস্টিনীয় ও

দুয়ের পাতায় দেখুন

কলকাতায় মার্কিন কনসুলেটের সামনে বিক্ষোভ। ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর কুশপুতুলে অগ্নিসংযোগ করছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অশোক সামন্ত। (নিচে) দিল্লিতে বিক্ষোভ। ৭ অক্টোবর

'সাচ্চা কমিউনিস্ট পার্টি খুঁজছি'

বুকস্টলে বলে গেলেন গুজরাটের এক ডাক্তার

শারদোৎসব আসে, চলে যায়। দীর্ঘদিনের অভ্যাসে, ঐতিহ্যে, উৎসবের স্রোতে মিলেও যান এই বাংলার অধিকাংশ মানুষ। আবার গত কয়েক বছর কলকাতার কয়েকটি পুজো প্যান্ডেল যেন উৎসবের বদলে উগ্র সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তবে উৎসবের রোশনাই, মাইক-ডিজের তারস্বরে চিৎকার, ঢাকের বাদ্যির তাল সব কিছুর মধ্যেও ক্ষণিকের বিরতিতে দীর্ঘশ্বাসের সাথে গরিব-মধ্যবিত্ত মানুষের মনে পড়ে যায় জীবন-সংকটের কালো ছায়াটির কথা। চাকরির অনিশ্চয়তা, আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, ঘরের মেয়েদের নিরাপত্তাহীনতা, আর্থিক কারণে সন্তানের শিক্ষায় সংকট, চিকিৎসা মহার্ঘ হতে হতে নাগালের বাইরে চলে যাওয়া— এমন হাজারো সংকট নিয়েই সাধারণ মানুষের জীবন। এর থেকে বেরনোর রাস্তা কী? শত উৎসবেও এই রাস্তা হাতড়ে চলে মানুষ। এই রাস্তার সন্ধান নিয়েই উৎসবের দিনগুলিতে জনতার মাঝে উপস্থিত

চারের পাতায় দেখুন

সাম্রাজ্যবাদেরই দুই মুখ

একের পাতার পর

বিশ্বের নানা প্রান্তের টেকনোক্র্যাটদের নিয়ে তৈরি হবে এক অন্তবর্তীকালীন প্রশাসন। সেই প্রশাসনকে পরিচালনা করবে এক ‘বোর্ড অফ পিস’। তার মাথায় থাকবেন স্বয়ং ট্রাম্প, তাঁর বন্ধু রাষ্ট্রগুলির কিছু প্রধান এবং ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কুখ্যাত টনি ব্লেয়ার। এই টনি ব্লেয়ার সেই সাম্রাজ্যবাদী সর্দার যিনিই প্রথম ইরাকে গণহত্যাকারী অস্ত্রের অস্তিত্বের মিথ্যা গল্প বিশ্বকে শুনিয়েছিলেন এবং আজও ট্রাম্পের মতোই ইজরায়েলের সমস্ত দুষ্কর্মের সমর্থক। ফলে এই বোর্ড অফ পিস গাজায় কার স্বার্থ দেখবে তা বুঝতে আর কারও বাকি নেই!

ট্রাম্পের দেওয়া প্রস্তাবে প্রথমেই গাজাকে সন্ত্রাসমুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। এই সন্ত্রাসমুক্তির অর্থ আসলে গাজাবাসীর নিরস্ত্রীকরণ। ২০০৭ এ তৎকালীন ফাতাহকে নির্বাচনে পরাজিত করে ক্ষমতায় বসে হামাস। সন্ত্রাসমুক্তির নামে আসলে প্যালেস্টাইনের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রশাসনের উচ্ছেদ এবং প্যালেস্টাইনের জাতীয় আন্দোলনে হামাস যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে তাদের সেই রাজনৈতিক এবং সামরিক অস্তিত্বকেই মুছে ফেলাই ট্রাম্প-নেতানিয়াহুর লক্ষ্য।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে, প্রায় ৬৫ হাজার গাজাবাসীর মৃত্যু এবং কয়েক লক্ষের আহত হওয়া এবং হাজার হাজার গাজাবাসীর শরণার্থীতে পরিণত হওয়ার পর ট্রাম্প হঠাৎ শান্তির জন্য এত আগ্রহী হয়ে উঠলেন কেন? অত্যন্ত আধুনিক অস্ত্রে শক্তিশালী, বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির বেশির ভাগেরই সমর্থন এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়ার অধিকাংশেরই একতরফা প্রচারকে হাতিয়ার করে গাজাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে, জনবসতিশূন্য করে দিয়েও ইজরায়েল প্যালেস্টাইনবাসীর প্রতিরোধকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়নি। অন্য দিকে ইজরায়েলের অভ্যন্তরে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ব্যাপক আকারে আছড়ে পড়ছে। হাজারে হাজারে মানুষ যুদ্ধ বন্ধ এবং বন্দি ইজরায়েলিদের মুক্তির দাবিতে পথে নামছে। এমনকি যে ইজরায়েলি সেনারা গাজায় আক্রমণ চালাচ্ছে, তাদের মায়েরাও পথে নেমেছেন। বন্দিমুক্তির প্রশ্নে নেতানিয়াহুকে দেশের অভ্যন্তরে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হচ্ছে। এই অবস্থায় তাঁকে রক্ষায় ট্রাম্প এগিয়ে এসেছেন। প্যালেস্টাইনের পক্ষে এবং নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে প্রবল গণবিক্ষোভ এবং প্যালেস্টাইনের পক্ষে পশ্চিমী দেশগুলির ক্রমবর্ধমান সমর্থন ট্রাম্পের পক্ষেও উপেক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় যে ভাবে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকরা দলে দলে নেতানিয়াহুর বক্তৃতা বয়কট করে বেরিয়ে গেলেন তা-ও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই পরিস্থিতিতেই ট্রাম্পকে শান্তির ভেক ধরতে হচ্ছে। ট্রাম্পের শান্তি-প্রস্তাব বাস্তবে অস্ত্রের পরিবর্তে শান্তির আলখাল্লা গায়ে জড়িয়ে প্যালেস্টিনীয় ফ্রন্টের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তা কবজা করার এক সুচতুর কৌশল ছাড়া কিছু নয়। অস্ত্রের জোরে জয়ী হওয়া যখন সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে কঠিন হয়, তখন তারা প্রায়শই শান্তির আলখাল্লা গায়ে দিয়ে দখলদারিতে নামে। ট্রাম্পের এই প্রস্তাবও তার ব্যতিক্রম নয়।

নিরস্ত্র গাজার কর্তৃত্ব কায়েম করতে আমেরিকা এবং ইজরায়েল তাদের আরব এবং আন্তর্জাতিক সহযোগীদের নিয়ে অস্থায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি বাহিনী (আইএসএফ) গড়ে তুলবে বলে প্রস্তাবে বলা হয়েছে। ‘ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্স’ এই বাহিনীকে প্যালেস্টাইনে নিয়ে যাবে। অর্থাৎ শান্তি বাহিনীর নামে ইজরায়েলের কর্তৃত্বই প্যালেস্টাইনে কায়েম হবে। গাজা এলাকায় শান্তি ফিরলে সেখানকার শাসনভার প্যালেস্টাইন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়ার কথা। কিন্তু কত দিনের মধ্যে সেই শান্তি ফিরবে, তা যে হেতু ট্রাম্প প্রশাসনই স্থির করবে, তাই সেই হস্তান্তর যে কবে ভবিষ্যতে গভীর অন্ধকারে তা হলফ করেই বলা যায়।

গাজায় ইজরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিবাদে দেশ জুড়ে বিক্ষোভ

আমেদাবাদ, গুজরাট

সুশ্রুতনগর, দার্জিলিং

মৈপীঠ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

প্রস্তাবে গাজার উন্নয়নের নামে একটি আর্থিক পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। গাজাকে একটি ‘বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল’, ‘বিস্ময়কর নগরী’ হিসাবে গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে যেখানে ট্রাম্পের পছন্দের রাষ্ট্রগুলি বিনিয়োগে অংশীদার হবে। অর্থাৎ মার্কিন কর্তৃত্বাধীনে গাজাকে বাণিজ্য নগরী হিসাবে গড়ে তোলা হবে যা কার্যত গড়ে উঠবে বিদেশি বিনিয়োগের এক ছিটমহল হিসাবে। ট্রাম্পের লক্ষ্য গাজাকে এক নতুন দুবাই, আবুধাবি কিংবা সিঙ্গাপুরের মতো বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা। এটা করতে পারলে ট্রাম্প তথা আমেরিকা প্রভূত লাভবান হবে। তা ছাড়া ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যও গাজা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতে এখানে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে গোটা আরব এলাকায় প্রভুত্ব স্থাপন করতে তার সুবিধা হবে। গাজাবাসীর ঘরবাড়ি, জমি সবই বকলমে চলে যাবে আমেরিকা ইজরায়েলের কব্জায়। সব মিলিয়ে এই প্রস্তাব গাজাকে আমেরিকা-ইজরায়েলের একটি উপনিবেশ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ছাড়া আর কিছু নয়।

ট্রাম্প গাজায় সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে পারলে গাজাবাসীকে সমস্ত স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে এক তথাকথিত আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধায়ক সংস্থার বন্দি হিসাবে বাস করতে হবে। তাই যে প্যালেস্টাইনে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে এই প্রস্তাব, সেই প্রস্তাবের কোথাও প্যালেস্টিনীয় কোনও নেতার জায়গা হয়নি। যে প্যালেস্টাইনবাসীরা কয়েক দশক ধরে, বিশেষত গত দু’বছর মারাত্মক সন্ত্রাসের শিকার হল, যাদের জীবনে নেমে এল সব চেয়ে বেশি দুর্ভোগ, শান্তির জন্য যারা সব চেয়ে বেশি আগ্রহী তাদেরই এই শান্তি পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হল না।

ট্রাম্পের গোটা প্রস্তাবে কোথাও প্যালেস্টাইন-ইজরায়েল ‘দুই-রাষ্ট্র’ সমাধানের কোনও কথা নেই। উপরন্তু তা প্যালেস্টাইনের জাতীয় ঐক্যকে বিধ্বস্ত করে দেওয়ারই ষড়যন্ত্র। গাজাকে ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে প্যালেস্টানের কর্তৃত্বকে দুর্বল করে দেওয়াই প্রস্তাবের লক্ষ্য। রাষ্ট্রপুঞ্জের ১৫৭টি সদস্য দেশ প্যালেস্টাইনকে পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিলেও ট্রাম্পের পরিকল্পনায় তার কোনও অস্তিত্ব নেই। গত প্রায় ২ বছর ধরে গাজায় যে নির্বিচার গণহত্যা চালাল ইজরায়েল তার কোনও জবাবদিহিও প্রস্তাবের কোথাও নেই।

প্যালেস্টিনীয়দের তাড়ানো হবে না, প্রস্তাবের এই অংশটুকু ছাড়া প্যালেস্টিনীয়দের স্বার্থ রক্ষার কোনও চিহ্ন কোথাও নেই। কারণ, ইজরায়েলের যে লক্ষ্য, সেই হামাসকে ক্ষমতা থেকে সরানো, ইজরায়েলি বন্দিদের মুক্তি, গাজার নিরস্ত্রীকরণ— গাজাকে অস্ত্রের জোরে দখল না করেও অর্জিত হয়ে যাবে।

ট্রাম্পের এই প্রস্তাব সম্পর্কে হামাস জানিয়েছে, ইজরায়েল আক্রমণ বন্ধ করে সেনা প্রত্যাহার করলে এবং গাজার কোনও বাসিন্দাকে উচ্ছেদ করা না হলে বন্দি বিনিময়ের মাধ্যমে ইজরায়েলি বন্দিদের মুক্তি দিতে এবং গাজার প্রশাসনিক দায়িত্ব প্যালেস্টিনীয় টেকনোক্রেটিক অথরিটির কাছে হস্তান্তর করতেও তারা রাজি। হামাসের বক্তব্য, বন্দি বিনিময়ের জন্য ইজরায়েলি হামলা বন্ধ, গাজায় ত্রাণ ঢুকতে দেওয়া এবং সেনা প্রত্যাহার করতে হবে। তার ভিত্তিতে বন্দি বিনিময়ের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। হামাসের আরও বক্তব্য, তারা গাজার শাসনভার হস্তান্তর করবে স্বাধীন প্যালেস্টিনীয় বডির কাছে। ট্রাম্প-ব্লেয়ারের কাছে নয়। তাঁদের প্রস্তাব, এই বডি নির্বাচিত হবে প্যালেস্টিনীয় জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে।

প্রতিবাদ মিছিল। কলকাতা

ট্রাম্পের প্রস্তাব যদি কার্যকর হয় তবে গাজায় যুদ্ধ থামলেও তা থামবে জবরদস্তি আর অবিচারের বিনিময়ে, ত্রাণ হয়তো গাজায় ঢুকবে তবে তা প্যালেস্টাইনের সার্বভৌমত্বের বিনিময়ে। প্রস্তাবিত ‘উন্নয়ন’ যা ঘটবে তা গাজাবাসীর স্বাধীনতার বিনিময়ে এবং গাজা হয়ে উঠবে গাজাবাসীর সোনার খাঁচা।

ট্রাম্পের এই শান্তি পরিকল্পনার নিকৃষ্ট সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য যখন বিশ্বের মানুষের কাছে জলের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই তথাকথিত শান্তি প্রস্তাবের জন্য ট্রাম্পকে বারে বারে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছেন, দীর্ঘমেয়াদি শান্তি ফিরিয়ে ইজরায়েল এবং প্যালেস্টাইনের মানুষের উন্নতি করবে এই পরিকল্পনা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে হঠাৎ আগ বাড়িয়ে এই কথা বলতে গেলেন তা কি শুল্ক এবং অন্যান্য বিষয়ে ট্রাম্পের আগ্রাসী মনোভাবকে তুষ্ট করার জন্য তোষামোদি? ভারতীয় জনগণ প্রধানমন্ত্রীর এই তোষামোদিকে একেবারেই সমর্থন করে না।

এ কথা অত্যন্ত জোর গলায় বলা যায় যে, আজ যদি সমাজতান্ত্রিক শিবির থাকত তবে গাজাবাসীর উপর এই একতরফা জবরদস্তি আমেরিকা চাপিয়ে দিতে পারত না। ইজরায়েলও বছরের পর বছর এ ভাবে এক তরফা গণহত্যা চালিয়ে যেতে পারত না। বিশ্বের বহু বামপন্থী দল চিনকে এখনও একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ বলে মনে করে। আমাদের দেশের সিপিএম সিপিআইয়ের মতো বামদলগুলিও চিনকে তাই মনে করে। কিন্তু চিনের মধ্যে যদি সমাজতন্ত্রের ন্যূনতম বৈশিষ্ট্য থাকত তবে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের এমন একটা ভয়ঙ্কর অন্যায় দেখেও চিন এ ভাবে চুপ করে থাকতে পারত না। এ থেকেই প্রমাণ হয়, চিন আজ আর সমাজতান্ত্রিক তো নয়ই, বরং পুরোপুরি একটি পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র।

আজ যদি একতরফা ক্ষমতার জোরে ট্রাম্প গাজার দখলও নেয়, আমরা নিশ্চিত, প্যালেস্টাইনবাসী সেই দখল কিছুতেই মেনে নেবে না। কোনও দেশের মানুষের স্বাধীনতার লড়াইকে কখনও গায়ের জোরে স্তব্ধ করা যায় না। প্যালেস্টাইনবাসী তাদের মুক্তির লড়াই ঠিক চালিয়ে যাবে। সেই লড়াইয়ে ভারতের সংগ্রামী জনগণ সব সময়ই তাদের পাশে থাকবে।

ট্রাম্পের ‘শান্তি পরিকল্পনা’! ৭ অক্টোবর ধিক্কার দিবস

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৪ অক্টোবর এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন,

পশ্চিম এশিয়া বিশেষত প্যালেস্টাইনের গাজাতে ইজরায়েলি হামলা বন্ধের অজুহাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে শান্তি পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন, তা বাস্তবে আমেরিকা-ইজরায়েলি শাসকদের অধীনে প্যালেস্টিনীয়দের স্থায়ী জেলবন্দিতে পরিণত করার ঔপনিবেশিক পরিকল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। এটি একটি ভয়ঙ্কর প্রস্তাব যা অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। বিশ্বজুড়ে জনমত যখন এখনই যুদ্ধ বন্ধ করার এবং প্যালেস্টাইনকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানাচ্ছে তখন ট্রাম্পের পক্ষ থেকে এমন এক প্রস্তাব তাঁর আসল সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য এবং ষড়যন্ত্রকেই প্রকাশ্যে আনল। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি এবং ভারতের জনগণকে এই জঘন্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে এবং ৭ অক্টোবর সমস্ত রাজ্যে ধিক্কার দিবস পালনের আহ্বান জানাচ্ছি।

ইজরায়েলি বর্বরতার বিরুদ্ধে বিশ্ব জুড়ে প্রতিবাদের ঝড়

ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া— প্রতিটি মহাদেশ ভেসে যাচ্ছে প্রতিবাদী মানুষের বিক্ষোভের প্লাবনে। 'গাজা তুমি একা নও', 'ইজরায়েলকে বয়কট করো'— স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হচ্ছে বার্সেলোনা, ডাবলিন, প্যারিস, হেগ, টিউনিস, ব্রাসিলিয়া, সিডনি, ইস্তাম্বুল, টোকিয়ো, কলকাতা থেকে খোদ ইজরায়েলের রাজধানী তেল আভিভের মতো অসংখ্য শহর। অবরুদ্ধ গাজার উদ্দেশে রওনা হওয়া ত্রাণবাহী জলযানের বহর 'গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা'-র উপর আন্তর্জাতিক আইন ভেঙে মাঝসমুদ্রে ইজরায়েলের বর্বর হামলা ও ত্রাণকর্মীদের গ্রেফতারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন গোটা বিশ্বের সভ্য মানুষ। নিজের নিজের দেশের পুঁজিমালিকদের মুনাফার স্বার্থে আজকের একমেরু বিশ্বের মোড়ল সেজে বসে থাকা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোসর ইজরায়েলের চরম বর্বরতার বিরুদ্ধে অধিকাংশ দেশের সরকারই নীরব। কিন্তু প্যালেস্টাইনে নারকীয় হত্যালীলার বিরুদ্ধে দেশে দেশে পথে না নেমে পারেননি সংখ্যাগরিষ্ঠ খেটে-খাওয়া মানুষ, ছাত্র-যুব-নারীরা।

৪৪টি দেশের ৪০টিরও বেশি জলযানের বহর গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন বিরোধী ৫০০-রও বেশি মানুষকে নিয়ে রওনা হয়েছিল গাজার দিকে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতে উগ্র ইহুদিবাদী ইজরায়েল প্যালেস্টাইনের উপর লাগাতার হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। গত ১৮ বছর ধরে সমুদ্রসীমা ও সমস্ত সীমান্তের উপর দখল কায়েম করে প্যালেস্টাইনকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে ইজরায়েল। খাবার, ওষুধপত্র এমনকি পানীয় জল পর্যন্ত সেখানে ঢুকতে দিতে রাজি নয় তারা। বিধ্বংসী বোমাবর্ষণ ও মিসাইল হানায় শুধু গত দু'বছরে মৃত্যু হয়েছে ৬৫ হাজার প্যালেস্টিনীয়ের, যার একটা বড় অংশ শিশু। আহত কয়েক লক্ষ। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র সহ বসতবাড়িগুলি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে প্যালেস্টাইনের গাজা ভূখণ্ডকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে ইজরায়েলের বর্বর শাসকরা। একটা রুটি আর এক বোতল জল জোগাড় করাই এখন গাজার জীবিত মানুষগুলির প্রতিদিনের প্রধান লড়াই।

এই অবস্থায় শিশুখাদ্য, ওষুধপত্র, চিকিৎসা-সরঞ্জাম সহ নানা ত্রাণ বোঝাই করে মনুষ্যত্বের ডাকে সাড়া দিয়ে সুমুদ ফ্লোটিলায় পাড়ি দিয়েছিলেন ইউরোপের নানা দেশ, আমেরিকা, লিবিয়া, আলজিরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, তুরস্ক, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ সহ গোটা পৃথিবীর ৫০০-র বেশি শুভবুদ্ধির মানুষ। ৩১ আগস্ট স্পেনের বার্সেলোনা থেকে শুরু হয়েছিল তাঁদের যাত্রা। ছিলেন সুইডেনের পরিবেশ-কর্মী গ্রেটা থুনবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনৈতিক কর্মী, নেলসন ম্যান্ডেলার নাতি মানডেলা ম্যান্ডেলা, ফ্রান্সের আইনবিদ রিমা হাসান, বার্সেলোনার প্রাক্তন মেয়র অ্যাডা কোলাউর মতো প্রখ্যাত জনের সঙ্গে আরও বহু সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মানুষ।

মার্কিন-ইজরায়েল সাম্রাজ্যবাদের দানবিক শক্তির বিরুদ্ধে স্পর্ধায় মাথা তুলে এগিয়ে চলেছিল সুমুদ ফ্লোটিলা। ইজরায়েলের চরম বর্বরতার বিরুদ্ধে বিশ্ব-মানবতার ডাকে সাড়া দিয়ে ফ্লোটিলা-যাত্রীরা অসীম সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। অবরোধ ভেঙে গাজার পাশে দাঁড়াতে সমুদ্রযাত্রা এই প্রথম নয়। সেই ২০০৮ সাল থেকে বার বার গাজার উপর ইজরায়েলের চাপানো অবরোধ ভেঙে ত্রাণ পৌঁছে দিতে সমুদ্রপথে পাড়ি দিয়েছেন বিভিন্ন দেশের মানুষ। বার বারই ব্যর্থ হতে হয়েছে তাঁদের। প্রায় প্রতিবারই ইজরায়েলি সেনা নৌবহর আটক করেছে, গ্রেফতার করেছে যাত্রীদের। ২০১০ সালে ৬০০ জনকে নিয়ে গাজার দিকে এগিয়ে চলা জলযানের বহর আক্রমণ করে ইজরায়েলি নৌসেনা। ১০ জনের মৃত্যু হয়, আহত হন বেশ কয়েক জন। এ বারের গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার যাত্রীরা মনুষ্যত্বের ডাকে সাড়া দিয়ে আক্রান্ত হওয়ার ভয় এমনকি প্রাণ হারানোর আশঙ্কাকেও অগ্রাহ্য করে গাজার বিধ্বস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। ২ অক্টোবর থেকে কোনও রকম আন্তর্জাতিক আইন তথা রীতিনীতির তোয়াক্কা না করেই সুমুদ ফ্লোটিলায় হামলা চালাতে শুরু করে ইজরায়েলি সেনা। পরদিন সকালের মধ্যে সবক'টি জলযানই তাদের দখলে চলে যায়। ত্রাণসম্ভার ও যাত্রীদের আটক করে ইজরায়েলের বন্দি শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়। জানা গেছে গ্রেটা থুনবার্গের মতো খ্যাতনামা বন্দিদের সঙ্গেও অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেছে ইজরায়েলের শাসকেরা।

ইজরায়েলের হাতে সুমুদ ফ্লোটিলা আটক হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিক্ষোভে ফুঁসে ওঠেন গোটা বিশ্বের মানুষ। ২ অক্টোবর রাত থেকেই দেশে দেশে লাখো মানুষ পথে নেমে বিক্ষোভ দেখান। বার্সেলোনায় গাজার প্রতি সংহতি জানিয়ে ১৫ হাজারের বেশি মানুষ ইজরায়েলবিরোধী স্লোগান তুলতে তুলতে এগোতে থাকেন। পুলিশ বাধা দিলে ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যান তাঁরা। চলে গ্রেফতারি। আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে সংসদ ভবন ঘেরাও করেন বিক্ষোভকারীরা। ফ্রান্সের প্যারিস, মার্সেইল সহ অন্য শহরে হাজারো মানুষ বিক্ষোভ দেখান। মার্সেইলে ইজরায়েলে অস্ত্র সরবরাহকারী একটি কারখানাকে ঘেরাও করলে প্রায় একশো জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরদিন সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয় ইটালির শ্রমিক সংগঠনগুলি। স্তব্ধ হয়ে যায় গোটা দেশ। লাখো মানুষের মিছিলে উত্তাল হয় মিলান। রোম শহরে ১০ হাজারের বেশি মানুষ পথে নেমে বিক্ষোভ দেখান। জেনোয়া ও লিভোর্নোয় বন্দরগুলিতে কাজ বন্ধ করে দেন শ্রমিকরা। এ দিন গ্রিসে শ্রমিকরা পাইরাইয়ুস বন্দর স্তব্ধ করে রাখেন। দেশে দেশে বন্দর-শ্রমিকরা জানিয়ে দেন, ইজরায়েলে অস্ত্র সরবরাহকারী কোনও জাহাজে মাল তোলা ও খালাস করার কাজ তাঁরা করবেন না। বার্লিন, হেগ, টিউনিস, ব্রাসিলিয়া, বুয়েন্স আইরেস, সিডনি, ইস্তাম্বুল, কলকাতা সহ বিভিন্ন শহরে ইজরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান মানুষ। ব্রাসেলসে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সামনে ৩০০০ মানুষের বিক্ষোভ সমাবেশে অবরোধ তুলে নেওয়ার দাবি ওঠে। খোদ ইজরায়েলে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অসংখ্য মানুষ সুমুদ ফ্লোটিলা আটক করার প্রতিবাদে শাসকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন।

গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা অবরোধ ভেঙে গাজায় ত্রাণ পৌঁছে দিতে পারেনি, এ কথা সত্য। কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতে জায়নবাদী ইজরায়েলের শাসকেরা অসহনীয় দম্ভে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে যে ভাবে মনুষ্যত্বকে হত্যা করে চলেছে, তার বিরুদ্ধে আরও একবার গোটা বিশ্বের বিবেককে সোচ্চার করে দিয়ে গেছে এই অভিযান। সুমুদ ফ্লোটিলার এক অভিযাত্রী, আয়ারল্যান্ডের টি হিকি বলেছেন, 'এবারে হয়তো গাজায় পৌঁছনো গেল না, কিন্তু হাল ছাড়তে রাজি নই আমরা।' বলেছেন, 'দেশে দেশে সরকার যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকে, জনসাধারণকেই উদ্যোগী হতে হবে'। প্রাণ বাজি রেখে সুমুদ ফ্লোটিলার যাত্রীদের অসমসাহসী অভিযান এবং তাঁদের প্রতি সংহতি জানাতে বিশ্ব জুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের সোচ্চার প্রতিবাদ আবারও দেখিয়ে দিয়ে গেল, মানুষ আজও শুধুই আত্মকেন্দ্রিক, মোবাইল-মগ্ন, স্বার্থসর্বস্ব হয়ে পড়েনি। সাম্রাজ্যবাদী দেশের দানবীয় গণহত্যার বিরুদ্ধে মানবতার ডাক এলে আজও সে সর্বস্ব পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার উপর ইজরায়েলি হানার নিন্দা করল এস ইউ সি আই (সি)

এসইউসিআই(সি) দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৩ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন,

আমরা আন্তর্জাতিক 'সুমুদ ফ্লোটিলা'র উপর সাম্রাজ্যবাদী ইজরায়েলের সামরিক হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা করছি। ৪৪টির বেশি দেশ থেকে আসা ৫০০ জন নাগরিক এই নৌবহরে গাজার উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। বিশ্বের ইতিহাসে এটি বৃহত্তম নাগরিক নৌবহর। গাজায় বেআইনি অবরোধ ভাঙতে শান্তিপূর্ণ একটি আন্তর্জাতিক মিশনের উপর দস্যু-সুলভ এই হামলায় আবারও স্পষ্ট হল, আন্তর্জাতিক আইন ও প্রচলিত কূটনৈতিক রীতিনীতির প্রতি আমেরিকার সমর্থনপুষ্ট ইজরায়েলের সামান্য মান্যতাও নেই। অসহায় গাজাবাসীদের চারিদিকে অবরোধ সৃষ্টি করে তাদের হত্যা করার এই অপচেষ্টায় প্যালেস্টিনীয়দের জাতি হিসাবে নির্মূল করাই যে ইজরায়েলি শাসকদের লক্ষ্য তা আবার দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হল।

এর আগে গত জুন মাসে ফ্রিডম ফ্লোটিলা কোয়ালিশনের পক্ষ থেকে গ্রেটা থুনবার্গ সহ অন্য বিশিষ্ট মানবাধিকার আন্দোলনকারীদের নিয়ে গাজা অভিমুখে রওনা হওয়া একটি ত্রাণবাহী জাহাজকেও ইজরায়েল আটক করেছিল। গাজার নিরস্ত্র, নিরপরাধ ও ক্ষুধার্ত বাসিন্দাদের উপর ইজরায়েলের এই একতরফা হামলা নজিরবিহীন এবং ধিক্কারযোগ্য।

আমরা দাবি করছি, অবিলম্বে ধৃতদের মুক্তি দিতে হবে এবং অত্যন্ত নৃশংস এই অবরোধ তুলে নিয়ে খাদ্য ও ওষুধ সহ প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী যুদ্ধ-বিধ্বস্ত গাজাবাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার রাস্তা খুলে দিতে হবে।

প্যালেস্টাইনের রাষ্ট্রদূতের হাতে সংহতি বার্তা এস ইউ সি আই (সি)-র

৫ অক্টোবর গুজরাটের আমেদাবাদে, ভারতে প্যালেস্টাইনের রাষ্ট্রদূত আবদুল্লা আবু শায়শের সাথে দেখা করেন দলের রাজ্য সংগঠনী কমিটির সদস্য কমরেড জয়েশ প্যাটেল। তিনি রাষ্ট্রদূতের হাতে সাম্রাজ্যবাদী ইজরায়েলের প্যালেস্টাইন আক্রমণের প্রতিবাদ জানিয়ে লেখা দলের সাধারণ সম্পাদকের চারটি বিবৃতি তুলে দেন। এ ছাড়া রাজ্যে রাজ্যে দলের প্রতিবাদের চিত্রও তুলে ধরেন।

এআইইউটিইউসি অনুমোদিত ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট কন্ট্র্যাক্টর ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে পলিটেকনিক কলেজের গ্রুপ-ডি কর্মচারীরা সরকার নির্ধারিত বেতন, ৫ লক্ষ টাকা অবসর-ভাতা সহ দশ দফা দাবিতে কলকাতার কারিগরি ভবনে বিক্ষোভ দেখান ১৫ সেপ্টেম্বর। আন্দোলনের চাপে কর্মচারীদের দু'মাসের বকেয়া বেতন দিতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হন। নেতৃত্ব দেন ইউনিয়নের সভাপতি জয় লোধ এবং এআইইউটিইউসি-র রাজ্য কমিটির সদস্য সুনির্মল দাস।

কৃষ্ণনগর জেলা হাসপাতালে হামলার তীব্র নিন্দা

সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস ২৬ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, কৃষ্ণনগর জেলা হাসপাতালে মদ্যপ অবস্থায় জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সমাজবিরোধীদের নিয়ে যে ভাবে হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্টের উপর চড়াও হয়েছেন এবং শারীরিকভাবে নিগ্রহ করেছেন তা নজিরবিহীন। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য দপ্তরের লাগামহীন দুর্নীতি ও নৈরাজ্য এবং চূড়ান্ত অরাজকতা দীর্ঘদিন ধরে চলছে। ন্যূনতম আইন-কানুনের বালাই নেই। তার পরিণতিতেই একটা জেলা সদর হাসপাতালে এ রকম ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটতে পারল। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির কাছে দাবি জানাচ্ছি অবিলম্বে এই ঘটনার উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

সাচ্চা কমিউনিস্ট পার্টি খুঁজছি

একের পাতার পর

হন এস ইউ সি আই (সি) কর্মীরা। তুলে ধরেন— কেবলমাত্র মার্ক্সবাদই পারে বর্তমান দিনের সর্বগ্রাসী সংকট থেকে মুক্তির রাস্তা দেখাতে।

প্রতি বছরের মতো এ বছরও স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে উৎসবের মধ্যে বই নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন দলের স্বেচ্ছাসেবকরা। এ নিছক বিক্রি

চিত্তরঞ্জন পার্ক, দিল্লি

নয়, আদর্শগত প্রচার ও সংগ্রামের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই চার দিন কোথাও বা পাঁচদিন ধরে দলের কর্মী, সমর্থকরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে বই পৌঁছে দিয়েছেন মানুষের কাছে।

দলের উদ্যোগে সারা রাজ্যে ১১৫০টির বেশি স্টল হয়েছিল। মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে তুংয়ের জীবন সংগ্রাম ও তাঁদের চিন্তাকে জানার জন্য যেমন বই ছিল এই সব স্টলে, ছিল ভারতের বুকে মার্ক্সবাদকে বিশেষীকৃত করা এবং লেনিন-স্ট্যালিন পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনে যুগোপযোগী পথনির্দেশ তুলে ধরেছেন যিনি, সেই মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের অমূল্য রচনা সম্ভার। কেন ধর্মীয় চিন্তা তথা গান্ধীবাদ-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথেই থেমে গেলে চলবে না, গ্রহণ করতে হবে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের পথ— দলের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের সেই আলোচনা সমৃদ্ধ বইটি সহ তাঁর বেশ কয়েকটি রচনা আকর্ষণ করেছে মানুষকে। তাঁরা হাতে তুলে নিয়েছেন নৈতিকতার সংকট থেকে মুক্তির রাস্তা সম্বন্ধে কমরেড প্রভাস ঘোষের আলোচনাটি। এ ছাড়াও ‘এই সর্বগ্রাসী সংকটের কারণ কী’ বইটি খুঁজে খুঁজে নিয়েছেন অনেকেই। পহেলগাম ও অপারেশন সিঁদুরের প্রশ্নে দলের বক্তব্য, আজকের দেশ-রাজনীতি নিয়ে নানা বক্তব্য সংগ্রহ করেছেন তাঁরা। মার্ক্সবাদী দর্শন বোঝার জন্য কমরেড শিবদাস ঘোষের বই তাঁরা নিয়েছেন। একই সাথে নিয়েছেন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রশ্নে নানা আলোচনা। সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই প্রসঙ্গে কমরেড প্রভাস ঘোষের আলোচনা,

জলপাইগুড়ি

কিশোরদের প্রতি বইগুলি বেছে বেছে নিয়েছেন মানুষ। মহান নেতা মাও সে তুং-এর মৃত্যুর ৫০ বছর উপলক্ষে প্রকাশিত ‘সাম্যবাদী দৃষ্টিকোণ’ পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাটিও আকর্ষণ করেছে মানুষকে।

এ বারের শারদীয়া স্টলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল— শ্রমজীবী মানুষ, মহিলা, ছাত্র-ছাত্রীরা এস ইউ সি আই (সি) দল সম্বন্ধে জানতে, সমাজ জীবনের সমস্যা সমাধানে পথ নির্দেশ খুঁজতে ছুটে এসেছেন স্টলে। অন্যান্য বামপন্থী দলের কর্মীরাও এসেছেন ভোটসর্বস্ব রাজনীতির গণ্ডি থেকে বেরিয়ে বামপন্থার চর্চা করবার আকাঙ্ক্ষায়। তাই দেখা গেছে সল্টলেকের এফডি ব্লকের স্টলে এক তরুণী এসে অনুরোধ করছেন ‘দলটাকে ভাল করে জানতে চাই, এ বিষয়ে যত বই আছে আমায় দিন’। বেসরকারি কোম্পানির কাজের চাপে বিপর্যস্ত এক মহিলা ওখানে দাঁড়িয়েই বলে গেলেন, ‘সারা দিনে প্রায় নিঃশ্বাস ফেলারও সময় পাই না, কিন্তু আমার খুব ইচ্ছে করে একটু সময় যদি পাই এই দলটার হয়ে কাজ করব’।

বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী শহরে পার্টির বুক স্টলে তৃতীয় দিনে সকালে এক অধ্যাপক ও তাঁর এক বন্ধু বলে গেলেন, ‘আপনারা সকলেই অন্তর থেকে মন ঢেলে কাজ করছেন, তা খুবই আশাপ্রদ।’ বাঁকুড়া স্টেশনের ওভার ব্রিজে যাত্রীদের কাছে দলের স্বেচ্ছাসেবকরা বই বিক্রি করার সময় রেল পুলিশ তাদের বাধা দিলে ওই অধ্যাপক প্রতিবাদ জানিয়ে পুলিশকে বলেন, ‘ওদের বাধা দিচ্ছেন কেন? ওরা তো ভাল কাজ করছে।

পাটনা, বিহার

অথচ যাত্রীদের প্রকৃত অসুবিধার দিকে আপনাদের কোনও দৃষ্টিই নেই’।

নবমীর সন্ধ্যায় তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন পুরুলিয়া বার্তার প্রতিবেদক, জেলখানা মোড়ের কাছে ১৩-১৪ বছরের কিশোরী এক কমসোমল সদস্য তাঁর হাতে দিয়েছিল ‘মনুষ্যত্ব ও নৈতিকতার কেন এই অধঃপতন’ নামে কমরেড প্রভাস ঘোষের আলোচনা সম্বলিত বইটি। কথায় কথায় দলের বইয়ের স্টলে পৌঁছে গিয়েছিলেন তিনি। স্টলের এক তরুণ কর্মীর কাছে প্রশ্ন রেখেছিলেন— ‘তোমরা কী পাবে এ সব করে?’ তরুণটি হাসিমুখে জানিয়েছিল, ‘ভগৎ সিং এর অপূরিত সোনালী স্বপ্নের স্পর্শ পেয়েছি।’ তা পূরণ করার রাস্তাটা খুঁজে পেয়ে অসীম তৃপ্তির ছাপ তরুণ কর্মীটির মুখে চোখে। যা নাড়িয়ে দিয়েছে প্রতিবেদককে।

কলকাতার বেলেঘাটা-বিল্ডিং মোড়ে দলের বুক স্টলে পাঁচ জন হকারি করে সংসার চালানো মানুষ এসে বেছে বেছে মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন,

নৈহাটি, উত্তর ২৪ পরগণা

স্ট্যালিন, মাও সে তুং, শিবদাস ঘোষের জীবনসংগ্রাম ও চিন্তাকে জানার মতো বই নিয়েছেন। স্টলে দায়িত্বে থাকা এক কর্মী প্রশ্ন করেছেন, ‘অন্য বই না নিয়ে, এই বইগুলো নিচ্ছেন কেন?’ উত্তরে শুনেছেন, ‘এনারাই মানুষের জন্য কিছু করে গেছেন।’ যাবার সময় সেই শ্রমজীবী হকার ভাইরা বলে গেছেন— ‘বামপন্থায় বিশ্বাস করি। সিপিএম তো আর কিছু করতে পারবে না। গরিব মানুষের জন্য লড়াই করতে পারে একমাত্র এই দলটাই’। ফোন নম্বর দিয়ে বলে গেছেন, ‘যে কোনও জায়গায় মিটিং হলে খবর দেবেন’।

গুজরাটের এক তরুণ চিকিৎসক কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে দলের বুক স্টলে এসে নিয়ে গেছেন বেশ কয়েকটি বই। আলোচনা প্রসঙ্গে বলে গেলেন, গুজরাতের অবস্থা খুব খারাপ, দারিদ্র-বেকারত্বের অবস্থা চরমে। গায়ের জোরে বিরোধী কণ্ঠস্বর দাবিয়ে রাখা হয়। জাতপাত এবং ধর্মের নামে মানুষকে মাতিয়ে রাখা হচ্ছে। কমিউনিস্টদের উচিত গুজরাটের বিষয়টা নিয়ে ভাবা। উনি সঠিক কমিউনিস্ট দল খুঁজছেন ওখানে কাজ করার জন্য। গুজরাতে ইতিমধ্যেই এস ইউ সি আই (সি) কাজ করছে জেনে সংগঠকদের ফোন নম্বর চাইলেন সোৎসাহে।

কলকাতারই মৌলালি মোড়ের স্টলে এসেছিলেন স্যামসাং-এর ফ্রিজ সারানোর এক ঠিকাকর্মী। বছর চল্লিশের মানুষটি নদিয়া জেলার বাড়ি থেকে কলকাতা ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করেন। নিজের কঠিন জীবনের

মৈপীঠ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

মধ্যে পথ খুঁজছেন সমাজ বদলের। কী ভাবে হবে? সেই পথ খুঁজতেই বই বেছে বেছে নিয়ে গেলেন।

কাশ্মীরের এক যুবক কলকাতায় আইন পড়েন, অনেকগুলি বই নিয়ে গেছেন ভাল করে বামপন্থাকে জানবার আগ্রহে। জানতে চান, এস ইউ সি আই (সি)-র সঙ্গে সিপিএম-সিপিআইয়ের পার্থক্য কী। বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূলের দক্ষিণপন্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে থাকতে চান তিনি।

এই বুক স্টল যে শাসকের বুকে কাঁপন ধরায় তা বোঝা যায় একাধিক জায়গায় হামলা, স্টল ভেঙে দেওয়ার ঘটনায়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কুলতলির মৈপীঠ এলাকায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা স্টল করতে বাধা দিলে দলের কর্মীরা সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে তার মোকাবিলা করে স্টল তৈরি করেন। এলাকার মানুষ দলের কর্মীদের এই সাহসী ভূমিকার অত্যন্ত প্রশংসা করেন এবং স্টলে ভিড় করে বই সংগ্রহ করেন। কলকাতার ফুলবাগানে রাতের অন্ধকারে স্টল ভেঙে দিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। থানায় অভিযোগ জানালেও পুলিশ কিছুই করেনি। স্থানীয় মানুষ ও হকারভাইদের সাহায্যে ওইখানেই আবার স্টল বেঁধে কাজ শুরু করেন দলের কর্মীরা।

ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

৩০ সেপ্টেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুর দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার দাঁতন-২ ব্লকের খণ্ডরুই বাজারে দলের বুক স্টলে অতর্কিতে আক্রমণ করে তৃণমূল নেতা সেখ আনোয়ারের নেতৃত্বে দুষ্কৃতী বাহিনী। বইপত্র, চেয়ার-টেবিল তছনছ করে দিয়ে দলের লোকাল সম্পাদক তথা প্রাক্তন শিক্ষক সুভাষ দাসের মাথা ফাটিয়ে দেয়।

শিক্ষক দীপঙ্কর দাস ও শিক্ষক চন্দন বেরাকেও মারধর করে তারা। পর দিন দাঁতন থানায় আক্রমণকারী সেখ আনোয়ার, সেখ সাকিউল, সেখ কাদের-এর নামে লিখিত অভিযোগ জানানো হলেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। প্রতিবাদে ৪ অক্টোবর দাঁতন থানায় দলের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। সরাই বাজার থেকে বিক্ষোভ মিছিল দাঁতন শহর পরিক্রমা করার পর থানার গেটে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পশ্চিম মেদিনীপুর দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক কমরেড তুষার জানার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল থানার ওসির কাছে ডেপুটেশন দেন। থানার গেটের সামনে বিক্ষোভ সভা হয়।

সারা রাজ্যে আদর্শগত প্রচারের এই সাফল্যে দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য দলের সমস্ত কর্মী সমর্থক শুভানুধ্যায়ী এবং সাধারণ মানুষকে অভিনন্দন জানান।

হাওড়ায় নবনির্মিত জেলা অফিসের উদ্বোধন

হাওড়ার রামকৃষ্ণপুরে ১৮ সেপ্টেম্বর উদ্বোধন হল এসইউসিআই(সি)-র হাওড়া সদর জেলা কমিটির অফিস ভবনের। রক্তপতাকা উত্তোলন করেন দলের পলিটবুরো সদস্য ও রাজ্য

সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অশোক সামন্ত ও কমরেড দেবাশিস রায় এবং রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড জুবের রব্বানি। শহিদ বেদিতে মাল্যদানের পর মূল ভবনের দ্বারোদঘাটন করেন রাজ্য সম্পাদক। পরে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক দিয়ে বৈপ্লবিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে হাওড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলের নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন। কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, এই অফিস জেলায় গণআন্দোলন এবং নতুন নতুন বিপ্লবী কর্মী গড়ে তোলার কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড সৌমিত্র সেনগুপ্ত।

অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবিতে সিবিআই দপ্তর অভিযান

ভয়েস অফ অভয়া ভয়েস অফ উইমেনের পক্ষ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর সিবিআই দফতরে অভিযান হয়।

অভয়ার ধর্ষণ ও হত্যার তদন্তের এক বছর পার হওয়ার পরও সিবিআই কেন সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দিল না এবং তদন্ত কোন পর্যায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আদৌ কবে তারা তদন্ত রিপোর্ট জমা করবে এই সমস্ত বিষয়ে অফিসারের কাছে জবাব চাইতে এ দিন কয়েকশো বিক্ষোভকারী নিউটাউনে সিবিআইয়ের মূল দপ্তরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। সংগঠনের পক্ষে ডাঃ বিপ্লব চন্দ্রের নেতৃত্বে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্টের নেতা ডাঃ অনিকেত মাহাতো বক্তব্য রাখেন।

দার্জিলিং-এ আশাকর্মীদের বিক্ষোভ মিছিল

২২ সেপ্টেম্বর আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের নেতৃত্বে ১৪ দফা দাবিতে দার্জিলিং পাহাড়ের ৫টি ব্লক পুল বিজনবাড়ি, সুখিয়াপুকুরি, মিরিক, কার্শিয়াং, রংলি রংলিয়ত থেকে ১ হাজারের বেশি কর্মী বিভিন্ন দাবিতে দার্জিলিং স্টেশন থেকে মিছিল করে সিএমওএইচ-এর উদ্দেশ্যে ডেপুটেশনে শামিল হন।

মাসের পর মাস বেতন ভাতা বাকি, বোনাস সঠিক সময়ে না পাওয়া, কর্মক্ষেত্রে চূড়ান্ত হয়রানি, একই সাথে অতিরিক্ত কাজ চাপানো, ডাটা এন্ট্রির সমস্ত রকমের কাজ, ইত্যাদি অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আশাকর্মীরা দার্জিলিং শহরের প্রাণকেন্দ্র চকবাজার অবরোধ করে স্লোগান দিতে থাকেন। পরে ডি পি এইচ এন, ডেপুটি থ্রি, ডেপুটি ওয়ান, ডি পি সি সকলের উপস্থিতিতে কর্মীরা লিখিত ভাবে জানিয়েছেন সমস্যার সমাধান না হলে পাহাড়ের ৫টি ব্লকে লাগাতার কাজ বন্ধকরবেন তাঁরা। সিএমওএইচ ইউনিয়নের সাথে না বসা পর্যন্ত কেউ কাজে যোগ দেবে না।

কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন ওম রাই, সুজাতা খাওয়াস, মমতা রাই, দিলু গুরুং ও সত্তা গোলে। পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন, দার্জিলিং জেলা সভাপতি নমিতা চক্রবর্তী এবং এ আই ইউ টি ইউ সি-র জেলা সম্পাদক জয় লোধ উপস্থিত ছিলেন।

নদিয়ার কাটাগঞ্জে বিদ্যাসাগরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা

২৬ সেপ্টেম্বর নদিয়ায় কাটাগঞ্জ জিএসএফপি স্কুলে পার্থিব মানবাতাবাদী ধারার প্রাণপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৫ তম জন্মদিনে 'খোলা আকাশ' সংস্থার পক্ষ থেকে মূর্তির আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠিত হয়। মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন বিশিষ্ট লেখক ও জীবনীকার শংকর ঘোষ।

উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডঃ বিশ্বজিৎ কর্মকার। শংকর ঘোষ বিদ্যাসাগরের জীবনের নানা ঘটনাবহুল দিক আলোচনায় তুলে ধরেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ডঃ বিশ্বজিৎ কর্মকার। শম্পা দাস আঞ্চলিক ভাষায় একটি কবিতা পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংস্থার সদস্য বিমল চক্রবর্তী।

হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মী ধর্ষিতা এস ইউ সি আই (সি)-র ডাকে পাঁশকুড়া বনধ

পূর্ব মেদিনীপুর পাঁশকুড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীকে ধর্ষণ ও ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় পরপর মহিলা, শিশু, ছাত্রী সহ

স্বাস্থ্যকর্মীর উপর হুমকি ও খুনের প্রতিবাদে ১৮ সেপ্টেম্বর এস ইউ সি আই (সি)-র ডাকে ১২ ঘণ্টার পাঁশকুড়া ব্লক বনধ পালিত হয়।

সকালে পাঁশকুড়া স্টেশন বাজার, পুরাতন বাজার, মেচগ্রাম, পীতপুর প্রভৃতি স্থানে পিকেটিং করেন দলের কর্মী-সমর্থক-দরদিরা। কেন্দ্রীয় বাসস্ট্যান্ডের সামনে এবং ঘাটাল-পাঁশকুড়া রাজ্য সড়কের পীতপুরে রাস্তা অবরোধ করা হয়। পীতপুর হাসপাতাল গেটে বিক্ষোভ হয়। এআইডিএসও কর্মীরা পাঁশকুড়া বনমালী কলেজের গেটে বিক্ষোভ দেখায়। জেলা সম্পাদক প্রণব মাইতি বনধ সফল করার জন্য পাঁশকুড়ার অভিনন্দন জানান।

পাথরপ্রতিমায় এআইকেকেএমএস-এর বিক্ষোভ সভা

প্রবল বর্ষার মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগণার পাথরপ্রতিমার রামগঙ্গা বাসস্ট্যান্ডে অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠনের ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ সমাবেশ হল ২৫ সেপ্টেম্বর এডিএ দপ্তরে। নদী ভাঙন ও অতিবৃষ্টিতে চাষের ক্ষতিপূরণ, সারের কালোবাজারি বন্ধ করা, কৃষি ফসলের এমএসপি চালু করা, জলনিকাশি সহ বিভিন্ন দাবিতে হওয়া এই সভায় কৃষক খেতমজুরদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। তিন শতাধিক কৃষকের

জমায়েতে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাস, কাকদ্বীপ সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক নারায়ণ হালদার, সহসভাপতি কার্তিক দাস প্রমুখ।

ব্যাঙ্কের চুক্তি-শ্রমিকদের রাজ্য সম্মেলন রায়গঞ্জে

উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে ২১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হল এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত কন্ট্রাকচুয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন। রাজ্যের প্রায় সব জেলা থেকে তিন শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস। মূল প্রস্তাব এবং সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন ফোরামের সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র পোদ্দার। বক্তব্য রাখেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় সহসভাপতি স্বপন ঘোষ। তিনি উপস্থিত প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে কেবল ব্যাঙ্কসংগঠনের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে নয়, শ্রমিক শ্রেণির মুক্তি আন্দোলনের পরিপূরক আন্দোলন গড়ে তোলার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর দাশগুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সহসভাপতি নন্দ পাত্র। জগন্নাথ রায়মণ্ডলকে সভাপতি, গৌরীশঙ্কর দাসকে সাধারণ সম্পাদক এবং গোপাল দেবনাথ ও মনোজ মণ্ডলকে সহ সাধারণ সম্পাদক করে ৮১ জনের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

পিএমপিএআই-এর নদিয়া জেলা আহ্বায়ক ও কৃষ্ণনগর-১ ব্লকের ইনফর্মাল হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার লক্ষ্মণ শর্মার অন্যায় গ্রেফতারের প্রতিবাদে ও তাঁর মুক্তির দাবিতে সিএমওএইচ এবং ড্রাগ কন্ট্রোল অফিসে সংগঠনের বিক্ষোভ। ১৫ সেপ্টেম্বর

জমা জলে ১২ জনের বিদুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু
এই নাকি 'উন্নত' কলকাতা!

পুজোর আবহের মধ্যেও একটা প্রশ্ন মানুষকে ভাবিয়েছে— ২২ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে চার-পাঁচঘন্টার বৃষ্টিতে কলকাতা-বিধাননগর ও শহরতলির মানুষের এইরকম জলযন্ত্রণার ভয়াবহ অভিজ্ঞতা কি অবশ্যম্ভাবী ছিল? মুখ্যমন্ত্রীর সাধের লন্ডন বানাতে চাওয়া কলকাতায় তাঁরই দলীয় মেয়র সে দিন নিদান দিলেন— ঘরে থাকুন। অথচ ঘরেই জমে থাকল জল। কোনও কোনও এলাকায় এক সপ্তাহ পার করেও তা পুরোপুরি নামেনি।

২৩ সেপ্টেম্বর বেলা বাড়তেই জানা গেল, কলকাতা, বিধাননগর সহ আশপাশের বেশ কিছু এলাকা চরম বিপন্ন। কোমর সমান জল দাঁড়িয়ে বহু রাস্তায়। খোদ কলকাতা কর্পোরেশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের চারপাশেই একতলার ঘরগুলি ভাসছে জমা জলে। কিছু এলাকায় ঘরের মধ্যেই জলের উচ্চতা তিন-চার ফুট ছাড়িয়েছে। পানীয় জলের কলগুলো ডুবে গেছে। খাবারদাবার সহ ঘরের বহু কিছু নষ্ট হয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে কলকাতা জুড়ে হকার এবং ছোট ব্যবসায়ীদের দোকান, পসরা জলে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ক্ষতি। তার ওপর জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ১২ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।

কলকাতা কর্পোরেশনের সামনে বিক্ষোভ। ২৪ সেপ্টেম্বর

এক সপ্তাহ পার করেও সরশুনায় এক মহিলার একইরকম ভাবে মৃত্যু হয়েছে। সিইএসসি, রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম এবং পৌরসভা তাদের দায়িত্ব পালন করলে লাইটপোস্টগুলি এই রকম মারণ ফাঁদ হয়ে উঠতে পারত না। মুখ্যমন্ত্রী নাকি সিইএসসি-র মালিক গোয়েঙ্কার সঙ্গে কথা বলে ক্ষতিপূরণ এবং মৃতদের পরিবারের একজনের চাকরির কথা বলেছেন। কিন্তু সিইএসসি এবং তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পুরসভার যে আধিকারিকরা এই মৃত্যুর জন্য দায়ী তাঁদের গ্রেপ্তার এবং শাস্তির ব্যবস্থা তিনি করতে পারলেন না কেন? সিইএসসি সামান্য খরচ করে 'সেন্সিং সার্কিট ব্রেকার' লাগালে জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার বিপদ দূর করা যায়। কলকাতার মানুষের ঘাড় ভেঙে বিপুল মুনাফা করেও সিইএসসি তা করবে না কেন? এই প্রশ্ন তো মুখ্যমন্ত্রীরই তোলা উচিত ছিল! তিনি তুললেন না কেন? গোয়েঙ্কার সিইএসসি তৃণমূল কংগ্রেসকে ইলেক্টোরাল বন্ডে ৪৬৪ কোটি টাকা দিয়েছে বলেই নয় তো! বিজেপিও এই প্রশ্ন তুলতে পারল না, কারণ তারাও গোয়েঙ্কাদের থেকে একই ভাবে টাকা নিয়েছে। সিপিএম-ও পারবে না, কারণ সিইএসসি-কে একেবারে বিনামূল্যে গোয়েঙ্কাদের উপহার দিয়ে গেছে তারাই। একমাত্র রাজনৈতিক দল এসইউসিআই(সি) জোরের সাথে দাবি তুলেছে সিইএসসিকে উন্নত ব্যবস্থা নিতে সরকারকে বাধ্য করতে হবে। বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকাও এই দাবিতে বিক্ষোভ দেখিয়েছে।

কলকাতার জলনিকাশি ব্যবস্থার সমস্যা আজ হঠাৎ জানা গেল এমন নয়। বহু বছর ধরেই বিশেষজ্ঞরা সমস্যার কারণ তুলে ধরছেন। জল জমলে সেটাই তোতাপাখির মতো আউড়ে চলেন কর্পোরেশনের কর্তারা। কিন্তু, এই জ্ঞানটি কি সরকারি কর্তা, মন্ত্রী, কাউন্সিলর, মেয়রদের অপদার্থতা ঢাকার কাজে লাগানোর জন্য সৃষ্টি হয়েছে? নাকি তাঁদের কাজ ছিল জ্ঞানটা কাজে লাগিয়ে শহরের নিকাশি ব্যবস্থা তৈরির বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা করা? অবশ্য, কলকাতার মেয়র সাহেব এখন একেবারে নথি খুলে দেখিয়ে দিচ্ছেন, তাঁরা কত পরিকল্পনা করেছেন! ২০১৪ থেকে তাঁরা জাপানের পুঁজির জোরে চলা এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক থেকে ২০০ মিলিয়ন ডলার (১৭৭৫ কোটি টাকার কিছু বেশি) ঋণ নিয়ে কেইআইআইপি (কলকাতা এনভায়রনমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রজেক্ট) প্রকল্প চালাচ্ছেন। তিন ভাগে বিভক্ত এই প্রকল্পে এডিবি-র পাশাপাশি রাজ্য সরকার এবং কলকাতা কর্পোরেশনও টাকা দিচ্ছে। মাথায় আছেন খোদ মেয়র। ১১ বছর ধরে প্রথম দুই ভাগের কাজে পুরনো কলকাতা ছাড়াও পরে সংযোজিত এলাকা এবং সংলগ্ন রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভা ও ডায়মন্ডহারবার রোডের সংলগ্ন বাখরাহাট রোড সহ আরও কিছু এলাকায় বৃষ্টির জল ও দৈনন্দিন ব্যবহারের জলের নিকাশির উন্নত কাঠামো, পাম্পহাউস, খাল সংস্কার, পানীয় জলের বিশেষ প্রকল্প, কিছু রাস্তার উন্নতির কথা ছিল। কেইআইআইপি কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে গেলে বেশিরভাগ প্রকল্পের অগ্রগতি এবং সম্পূর্ণ হওয়ার সগর্ব ঘোষণাও পাওয়া যাবে। এডিবির ঋণের টাকাও তাঁদের হাতে এসে গেছে। এখন নাকি তৃতীয় পর্যায়ের কাজ চলছে। অথচ, প্রথম দুই পর্বের যে কাজগুলি শেষ বলে ওয়েবসাইট জানাচ্ছে, সেই সমস্ত জায়গায় মানুষের অভিজ্ঞতা— বলছে ভিন্ন কথা। ভুক্তভোগী মানুষ জানেন বছরের পর বছর নিকাশি এবং জলপ্রকল্পের নামে রাস্তা খুঁড়ে কী দুর্বিষহ যন্ত্রণা তাঁদের জন্য সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। গর্তে পড়ে প্রাণহানি, গাড়ি উল্টে দুর্ঘটনা, ইত্যাদি লেগেই আছে। কাজও শেষ হয় না, জল জমার সমস্যাও দূর হয় না। পানীয় জলের মান এবং পরিমাণ কোনওটাই বাড়ে না। বর্ষার আগে কলকাতার মাটির তলার ড্রেনগুলির পলি ও পাঁক পরিষ্কারের কাজেও চরম গাফিলতি। কিন্তু টাকা খরচের হিসাব ওয়েবসাইটে জ্বলজ্বল করছে। কলকাতার উত্তর ও পূর্বের নিকাশি খাল থেকে শুরু করে দক্ষিণের টালি নালা, পশ্চিমের চড়িয়াল খাল, বেগোর খাল, বজবজের খাল কোনওটাতেই সংস্কারের কোনও ছাপ নেই। পূর্ব কলকাতার জলাভূমি ধ্বংস রোধ করা, স্বাভাবিক জলাশয়গুলি রক্ষা করা, আবাসন, বিনোদন পার্ক ইত্যাদি তৈরির আগে পরিবেশ সহ সমস্ত দিক বৈজ্ঞানিকভাবে খতিয়ে দেখা ছিল কেইআইআইপি-র অন্যতম ঘোষিত কর্মসূচি— এর কোনও কাজটিই করার সদিচ্ছা সরকারের নেই। খাল এবং নিকাশি নিয়ে একই দলের পরিচালিত কর্পোরেশন এবং সরকারের সেচ দপ্তরের মধ্যে ন্যূনতম সমন্বয়ও নেই। এই প্রকল্পগুলির সুফল আসলে কাদের ঘরে ঢুকছে, তা নিয়ে সাধারণ মানুষের সন্দেহ যে অমূলক নয়, তা কাউন্সিলর, মেয়র পারিষদ, প্রোমোটার, কন্ট্রাক্টর, মন্ত্রী সকলেরই বিপুল সম্পদবৃদ্ধিতে স্পষ্ট। একবার কাউন্সিলর হয়েই দামি গাড়ির কনভয় নিয়ে ঘোরা তো এখন কলকাতার সাধারণ দৃশ্য! এর সম্মিলিত ফল ২২ সেপ্টেম্বরের প্লাবিত কলকাতা। আর এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, এডিবির ঋণ শোধের জন্য কলকাতার নাগরিকদের ওপর ক্রমাগত বর্ধিত কর চাপানো, জলকর চালুর চেষ্টা।

কলকাতা কর্পোরেশন এখন কার্যত স্থায়ী কর্মী-শূন্য একটা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে চলেছে। সমস্ত জায়গায় অস্থায়ী কর্মী, আউটসোর্সিং, বাইরের এজেন্সিকে দিয়ে কাজ চলছে। পাড়া পরিষ্কার থেকে মশা নিয়ন্ত্রণের সমীক্ষা চলছে হয় অস্থায়ী কর্মী, না হয় ১০০ দিনের কাজের কর্মী দিয়ে। ফলে কোনও সামগ্রিক, সুষ্ঠু পরিকল্পনা তৈরি এবং দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে তার রূপায়ণের প্রশ্নই নেই। সে কারণেই মেয়রকে ক্যামেরার সামনে কখনও প্যান্ট গুটিয়ে জলে নেমে কাজ দেখাতে হচ্ছে, কখনও নিজে হাতে প্লাস্টিক পরিষ্কারের ফটো তোলাতে হচ্ছে।

অতীতে কংগ্রেস সরকারের আমলে কোনও বৈজ্ঞানিক নিয়ম না মেনে কলকাতার পূর্বদিকের জলাভূমি ধ্বংস করে নগরায়ণ, সিপিএম সরকারের আমলে জলাভূমি ধ্বংসের রীতি অব্যাহত রাখা, ই এম বাইপাস করার সময় মূলত রাস্তার ধারে মহার্ঘ আবাসন তৈরি করে টাকা কামানোর দিকে নজর দিতে গিয়ে নিকাশির দিকে কোনও খেয়াল না রাখা, নিউটাউন তৈরি করতে গিয়ে নতুন করে পরিবেশ ধ্বংস, যথেচ্ছ প্রোমোটিং ইত্যাদি কলকাতার সামগ্রিক পরিবেশ, বিশেষত নিকাশি ব্যবস্থার ওপর মারণ আঘাত হেনেছে। সিপিএম সরকারও তাদের শেষ ধাপের সরকারে বিশ্বব্যাঙ্কের থেকে ঋণ নিয়ে ড্রেনেজ ব্যবস্থা সংস্কারের কর্মসূচি নিয়েছিল। বহু রাস্তা খুঁড়ে কিছু কাজও হয়েছে। কিন্তু এটাও পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা এবং জনমুখী দৃষ্টিভঙ্গিতে না হওয়ার ফলে মাঝ পথে কাজ শেষ হয়েছে। বহু টাকা নয়ছয় হয়েছে। মাঝখান থেকে কলকাতার মানুষের ঘাড়ে ঋণ শোধের জন্য বাড়তি ট্যাক্স তখনই চেপেছে। তৃণমূল সরকারি গদিতে বসে গোটা বিষয়টাকে একেবারে চরমে নিয়ে গেছে। সব মিলিয়ে একটা বিষয় পরিষ্কার— শহরের নাগরিক পরিষেবা এখন একদিকে এডিবি, বিশ্বব্যাঙ্কের মতো বৃহৎ বহুজাতিক পুঁজির মুনাফার জায়গা। একই সাথে তা শাসকদের দুর্নীতি ও টাকা লোটার ক্ষেত্র।

কলকাতায় জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর প্রতিবাদে সিইএসসি দফতরে অ্যাবেকার তুমুল বিক্ষোভ। ২৪ সেপ্টেম্বর

ফলে, জল নিকাশির বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা, তার দ্রুত বাস্তবায়ন করবে কে? সুষ্ঠুভাবে এই কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় জনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি সরকারের নেই। ফলে, জমা জল, মারণ ফাঁদ হয়ে থাকা লাইটপোস্টের হাত থেকে মুক্তি পেতে এমনকি একেবারে ন্যূনতম নাগরিক পরিষেবা পেতে হলেও সচেতন মানুষের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ এবং আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাদের কাজে বাধ্য করা ছাড়া কোনও রাস্তা নেই।

জীবনাবসান

মুর্শিদাবাদে এসইউসিআই(সি) জঙ্গিপুর টাউন সাংগঠনিক কমিটির আবেদনকারী সদস্য কমরেড সাধনা হালদার ১৭ সেপ্টেম্বর রঘুনাথগঞ্জের ভাগীরথী পল্লিতে নিজের বাড়িতে দীর্ঘ অসুস্থতার পর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর।

১৯৮৮ সালে দলের প্রথম কংগ্রেস উপলক্ষে যখন পার্টিকর্মীরা প্রচার ও অর্থ সংগ্রহ করছিলেন, সেই সময় প্রচার টিমের সদস্যদের সাথে পরিচয়ের সূত্রে তিনি দলের সাথে যুক্ত হন। তারপর প্রয়াত নেতা কমরেড অচিন্ত্য সিংহের মাধ্যমে দলের সাথে ঘনিষ্ঠ হন এবং দলের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। ১৯৯০ সালের ২৮ আগস্ট জঙ্গিপুর এসডিও অফিসে মূল্যবৃদ্ধি, বাসভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে দলের নেতৃত্বে যে আইন অমান্য আন্দোলন হয় তাতে তদানীন্তন সিপিএম সরকারের পুলিশ ২৩ রাউন্ড গুলি চালায়। সেই আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন কমরেড সাধনা হালদার। প্রথম দিকে তিনি ছিলেন বিড়ি শ্রমিক। পরবর্তীকালে পরিচারিকার কাজও করেছেন। দলের প্রতি ছিল গভীর নিষ্ঠা। দীর্ঘদিন অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। এই অবস্থায় দলের কাজকর্ম সম্পর্কে খবরাখবর নিতেন। একটু সুস্থ বোধ করলে পার্টি অফিসে আসতেন এবং কমরেডদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে হারাল।

কমরেড সাধনা হালদার লাল সেলাম

খেলার মাঠকে কলুষিত করল বিদ্বেষের রাজনীতি

এশিয়া কাপ ক্রিকেটে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে ভারতীয় ক্রিকেটারদের পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে করমর্দন না করা এবং ভারত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সভাপতি মহসিন নকভির হাত থেকে ভারতীয় দলের ট্রফি নিতে অস্বীকার করার ঘটনা নিয়ে হইচই চলছে। অথচ যে ভারতীয় দলের অধিনায়ক ১৪ সেপ্টেম্বর সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন ‘কখনও সখনও ক্রিকেট স্পিরিটের চেয়েও অন্য কিছু বিষয় বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে’, তিনিই মাত্র পাঁচ দিন আগে ৯ সেপ্টেম্বর দুবাইতে এই টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক সূচনা ট্রফি উন্মোচনের দিন প্রথা মেনে দিব্যি হাত মিলিয়েছেন পাক ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান তথা এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সভাপতি সেই মহসিন নকভির সঙ্গে। পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে নকভিকে সে দিন ভারত অধিনায়কের তো শত্রু বলে মনে হয়নি! মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যে এমন কী ঘটল যে, অধিনায়ক এবং পুরো ভারতীয় ক্রিকেট দল খেলার মাঠে অসৌজন্যের পরিবেশ সৃষ্টি করলেন? প্রশ্ন উঠছে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফট কীভাবে টসের আগে অধিনায়কদের বলে দিতে পারলেন ‘আজ হ্যান্ডশেক হবে না’? কোথায় কী ভাবে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হল? ম্যাচ রেফারি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) অধীনস্থ। প্রশ্ন হল মাঠে করমর্দন না করার সিদ্ধান্ত আইসিসি প্রতিনিধি জানালেন কেন!

আইসিসি-র শীর্ষে বসে আছেন বিজেপির শীর্ষ নেতা ও দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পুত্র জয় শাহ। জানা গেছে মাঠে করমর্দন না করার ভাবনা এসেছে কোচ গৌতম গম্ভীরের মাথা থেকে। কে গৌতম গম্ভীর? প্রাক্তন ক্রিকেটার, ভারতীয় ক্রিকেট দলের বর্তমান কোচ, এ পরিচয়ের সঙ্গে আরও এক পরিচয় আছে তাঁর। তিনি ২০১৭ থেকে ’২৪ সাল পর্যন্ত বিজেপির সাংসদ ছিলেন। ’২৪ সালেই তিনি ভারতীয় ক্রিকেট দলের কোচ হিসেবে মনোনীত হন। গোটা বিষয়টির পুঙ্খানুপুঙ্খ রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করলে সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর মিলবে। যে কেউ ঠিক বুঝবেন অধিনায়ক সূর্য কুমারের ৯ সেপ্টেম্বর এবং ১৪ সেপ্টেম্বর দুটি পৃথক অবস্থানের কারণ। জনমনে এ কথা উঠছে, ভারত পাকিস্তানকে শত্রু রাষ্ট্র বলেই যদি মনে করে তবে শুরুতেই তাদের সঙ্গে খেলতে অস্বীকার করতে পারত। যেমন স্পেন ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে ফিফা যদি গাজায় গণহত্যাকারী ইজরায়েলকে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ থেকে নিষিদ্ধ ঘোষণা না করে তবে তাদের জাতীয় ফুটবল দল বিশ্বকাপ বয়কট করবে। তাতে গোটা বিশ্বের বিবেকবান, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সমর্থন ও কুর্নিশ পেয়েছে তারা। এমন স্পষ্ট উচ্চারণ না করে ভারত কেন মাঠের মধ্যে অখেলোয়াড়সুলভ আচরণ করল।

নিশ্চিতভাবে ক্রিকেটের পরিসর ডিঙিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তই এখানে মূল হয়ে উঠেছে। পহেলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলায় দেশের মানুষ প্রবল বিক্ষুব্ধ। আবার একই সাথে মানুষ বিক্ষুব্ধ সরকারের শোচনীয় গোয়েন্দা ব্যর্থতা ও সন্ত্রাসবাদীদের রুখতে না পারার জন্য। যে কারণে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বহু প্রচার করলেও ভারত সরকার বহু প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারেনি।

শুধু ভারত নয়, ক্রিকেট মাঠে একই ভাবে পাকিস্তান সরকারের রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা কাজ করেছে পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের ওপর। যে কারণে পাকিস্তানের ক্রিকেটার যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়ার ভঙ্গি দেখিয়েছেন। ভারতীয় ক্রিকেটারও পাল্টা ব্যাট তুলে রাইফেল ছোঁড়ার ভঙ্গি করেছেন। সব মিলিয়ে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ক্রীড়া সংস্কৃতি, মাঠের স্পোর্টসম্যান স্পিরিট। সন্ত্রাসবাদীদের সত্যিই যদি জনবিচ্ছিন্ন করতে হয় তা হলে দুই দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়াজগতের আদানপ্রদান একটা বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। পাকিস্তান ও ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ, সাধারণ মানুষের ঐক্য গড়ে না উঠলে এ কাজ হতে পারে না। কিন্তু দুই দেশের শাসকরাই সেই ঐক্য চায় না। মাঠ থেকে খেলার সৌজন্যের বার্তা দেওয়া যেত যে সন্ত্রাসবাদের কাছে মানুষ মাথা নিচু করে না— সেই মাঠেই বার্তা দিল রক্তপিপাসার! এ বড় দুর্ভাগ্যের দৃশ্য। পাকিস্তান সরকার তাদের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভকে চাপা দিতে যেমন যুদ্ধ আবহ তৈরি করে থাকে, একই ভাবে ভারত সরকার তাদের বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভকে বিপথগামী করতে পাকিস্তান বিরোধিতাকেই পাখির চোখ করে। বিশেষত সামনে বিহার নির্বাচনে বিজেপি ফয়দা তুলতে মুসলিমবিরোধী জিগির তৈরি করে হিন্দুভোটের মেরুকরণ চাইছে। এই কাজে ভারত-পাক ক্রিকেট খেলাকে যুদ্ধের আবহ দিয়ে মানুষকে মাতাতে চেয়েছে তারা।

দেশ বিপন্ন, দেশের হিন্দুরা বিপন্ন, এমন একটা একপেশে পরিমণ্ডল তৈরি করে হিন্দু ভোটব্যাঙ্ককে একত্রিত ও মজবুত করতে চাইছে বিজেপি। আসন্ন নির্বাচন পর্যন্ত এই জিগিরকে জিইয়ে রাখা তাদের অন্যতম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যেই এশিয়া কাপের ভারত-পাক ম্যাচকে বিজেপি কলুষিত করল। সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে সংকীর্ণ ভোট রাজনীতির স্বার্থে তারা ক্রীড়াঙ্গনকে ব্যবহার করল। যার সামনে ক্রিকেটাররা হয়ে দাঁড়ালেন এক একটি বোড়ে মাত্র! —এই লজ্জা দেশ রাখবে কোথায়?

কর্মী ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি শহরে ‘মাল্টি লেভেল জুয়েলারি অ্যান্ড কোম্পানি’র ৫ জন চুক্তিভিত্তিক নিরাপত্তা রক্ষীকে ১ অক্টোবর সেখানকার ঠিকাদার সংস্থা অন্যায় ভাবে ছাঁটাই করে। এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সেক্টরের কন্ট্রাক্ট কর্মী বিশেষ করে নিরাপত্তা রক্ষীরা এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি (কন্ট্রাক্টর্স) ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন’-এর নেতৃত্বে আন্দোলন সংগঠিত করে। ৩ অক্টোবর দোকানের সামনে ছাঁটাই কর্মীরা পুনর্বহালের দাবিতে ধরনা ও বিক্ষোভে সামিল হন। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি জীবন সরকার, সম্পাদক মহম্মদ নাসিরুদ্দিন, কন্ট্রাকচুয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের জেলা সভাপতি রাজকুমার চৌধুরী, সম্পাদক বিজয় লোধ, ছাঁটাই কর্মী লক্ষ্মণ দে প্রমুখ। আন্দোলনের চাপে কর্তৃপক্ষ ছাঁটাই কর্মীদের পুনর্বহাল করতে বাধ্য হন। আন্দোলনের জয়ে ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি কন্ট্রাক্টর্স ওয়ার্কার্স ইউনিয়নে’র সম্পাদক শান্তি ঘোষ আন্দোলনকারীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ ঝাড়গ্রামে

ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুরে ১৫ কিলোমিটার বেহাল রাস্তা দ্রুত পূর্ণাঙ্গ সংস্কারের দাবিতে ১২টির বেশি গ্রাম থেকে চার শতাধিক গ্রামবাসী ‘বিনপুর নাগরিক প্রতিরোধ কমিটি’র আহ্বানে ১৬ সেপ্টেম্বর ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদ ও ডিএম অফিসে বিক্ষোভ দেখায়। দীর্ঘ আলোচনার পর জেলার সভাধিপতি ও ডিএম উভয়ই রাস্তা সংস্কারের ন্যায্যতা মেনে নিয়ে দ্রুত কাজ শুরু করার প্রতিশ্রুতি দেন। বিনপুর নাগরিক প্রতিরোধ কমিটির সম্পাদক প্রদীপ কুমার মাইতি জানান, যতদিন না রাস্তা পূর্ণাঙ্গ সংস্কার হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত কমিটির নেতৃত্বে আন্দোলন চলবে।

২৫ সেপ্টেম্বর ঝাড়গ্রাম ব্লকের সাপধরা অঞ্চলের পুতরংগি খালের উপর যাতায়াতের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্রিজ নির্মাণের দাবিতে পুতরঙ্গি নাগরিক কমিটির উদ্যোগে জেলা পরিষদ অফিসে শতাধিক গ্রামবাসীর ঝাড়গ্রাম শহরে মিছিল ও ডেপুটেশন হয়। জেলা সভাপতি কাজটি করায় উদ্যোগ নেবেন বলে জানান।

জীবনাবসান

বীরভূম জেলায় দলের সিউড়ি লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড সারথী মাল দুরারোগ্য ক্যান্সারে অসুস্থ হয়ে পার্টি সেন্টারে ২৯ সেপ্টেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর।

মৃত্যুসংবাদ পেয়ে স্থানীয় কমরেড, সমর্থক-দরদি এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত হন। জেলা সম্পাদক কমরেড মদন ঘটক মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। জেলা অফিসে তাঁর মরদেহ আনা হলে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অমল মাইতির পক্ষে কমরেড যুথিকা ধীবর মাল্যদান করেন। উপস্থিত কর্মীরা, তাঁর পরিবার-পরিজন এবং গুণমুগ্ধ ব্যক্তিরা অশ্রুসজল চোখে একে একে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে রচিত সঙ্গীত এবং আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের পর শেষযাত্রা শুরু হয় এবং তাঁর গ্রামের বাড়িতে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

কমরেড সারথী মাল দিনমজুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দাদা প্রয়াত কমরেড গোপাল মাল ছিলেন পার্টির অত্যন্ত বিশ্বস্ত লড়াকু কমরেড। পার্টির পরিবেশের মধ্যেই বড় হন কমরেড সারথী। প্রয়াত নেত্রী কমরেড প্রতিভা মুখার্জী তাঁকে সেন্টারে নিয়ে আসেন। দলের নানা কর্মসূচিতে তিনি অংশ নিতে থাকেন। এই প্রক্রিয়ায় দায়িত্ব গ্রহণ করতে করতেই এক সময় তিনি দলের সর্বক্ষণের কর্মীতে পরিণত হন। এবং দলের সদস্য পদ লাভ করেন। নেতৃত্বের আহ্বানে সাড়া দিয়ে করোনার আগে পর্যন্ত ২৫০-৩০০ কপি পর্যন্ত গণদাবী নিয়মিত বিক্রি করতেন। কর্মক্ষমতা পুরোপুরি হারিয়ে ফেলার আগে পর্যন্তও ১২০ কপি কাগজ বিক্রি করেছেন। লেখাপড়া জানতেন না। অথচ যে কোনও পরিবেশে, যে কোনও অংশের মানুষের মধ্যে গিয়ে দলের কাজ করতে অসুবিধা হত না। নেতা-কর্মীরা সেন্টারে এলে তাঁদের নানা প্রয়োজনীয় দিকে নজর রাখতেন এবং আন্তরিকতার সাথে যত্ন করতেন। সমস্ত কর্মীদের মনেই তা গেঁথে আছে। তিনি ছোটদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন। তাদের বিশেষভাবে যত্ন করতেন। তিনি ছিলেন খুবই সাহসী এবং পার্টির প্রতি ছিল তাঁর গভীর আবেগ। আকস্মিকভাবে তাঁর রোগ ধরা পড়া এবং মাত্র চার মাসের মাথায় এই বেদনাদায়ক মৃত্যুতে সকলেই গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল একজন নিষ্ঠাবান কর্মীকে।

কমরেড সারথী মাল লাল সেলাম

পুজোর বোনাস ও ন্যায্য বেতন সহ অন্যান্য দাবিতে সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির নেতৃত্বে ১৮ সেপ্টেম্বর বিধাননগর দক্ষিণ থানার এসআই-কে স্মারকলিপি দেন এলাকার পরিচারিকারা। নেতৃত্বে ছিলেন সংগঠনের কলকাতা জেলা সম্পাদক তনুশ্রী শাসমল।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 78, No.: 9 Bengali Weekly October 10, 2025 Kolkata Price: Rs. 3.00

লাদাখ ঃ পুলিশের গুলিতে মৃত্যুর তীব্র নিন্দা

এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৫ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, আমরা লাদাখে প্রতিবাদরত ছাত্র ও যুবকদের উপর পুলিশের নির্মম গুলিচালনা, যার ফলে চার জন যুবকের হত্যা এবং প্রায় একশো জন ছাত্র ও যুবকের আহত হওয়ার মতো বর্বরোচিত ঘটনা ঘটল, তার তীব্র নিন্দা করছি।

লাদাখের বর্তমান বিক্ষোভের শিকড় নিহিত রয়েছে বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা ২০১৯ সালে সংবিধানের ৩৭০ ধারা রাতারাতি বিলোপ করে লাদাখ সহ জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল করার মধ্যেই। লাদাখের সাধারণ মানুষকে ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের উপর যে ধারাবাহিক দমনপীড়ন চালিয়েছে, বৃহৎ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্মম শোষণ, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব এবং সর্বব্যাপী দুর্নীতি জনগণের মধ্যে যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে, তার তীব্র বহিঃপ্রকাশ ঘটল ছাত্র-যুবদের এই বিক্ষোভে। লাদাখের বঞ্চিত জনগণের প্রতিবাদকে স্তব্ধ করতে বিজেপি সরকারের স্বৈরাচারী পদক্ষেপের আমরা তীব্র নিন্দা করছি।

আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে অবিলম্বে আলোচনা শুরু করার দাবি জানাচ্ছি। সেইসঙ্গে আমরা শোকাহত পরিবারগুলিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার এবং দোষী পুলিশ অফিসারদের কঠোর শাস্তি দেওয়ারও দাবি জানাচ্ছি।

উত্তরবঙ্গে বন্যা ঃ মুখ্যমন্ত্রী উৎসবে

উত্তরবঙ্গে বন্যায় চরম বিপর্যয়ের দিন কার্নিভালে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি সম্পর্কে এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৫ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন,

রাতভোর বৃষ্টি ও বন্যায় উত্তরবঙ্গ যখন চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন, সেতু ভেঙে দার্জিলিং-পুলবাজার ব্লকে ২৪ জনের মৃত্যু ঘটল, তখন মুখ্যমন্ত্রী কার্নিভালে মেতে থাকলেন। এ ঘটনা মুখ্যমন্ত্রীর তরফে হৃদয়হীনতার পরিচয়। আমরা আগেও বিপুল অর্থের অপচয়ের বিনিময়ে কার্নিভালের বিরোধিতা করেছি। আবারও এই কার্নিভালের বিরোধিতা করছি এবং মুখ্যমন্ত্রীর আজকের আচরণকে অমানবিক বলতে বাধ্য হচ্ছি।

বিদ্যুৎ শিল্পে ঠিকাকর্মীদের বেতন বৈষম্যের প্রতিবাদ

১৬ সেপ্টেম্বর রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত পাঁচটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কর্মরত ঠিকা-কর্মীদের বহু প্রতীক্ষিত ত্রিপাক্ষিক বেতন চুক্তি রাজ্যের শ্রম দপ্তরে সম্পন্ন হল কেবলমাত্র অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য। নিয়মানুযায়ী এই চুক্তি হওয়ার কথা ছিল প্রায় দেড় বছর আগে। এই শিল্পের সাথে যুক্ত কয়েক হাজার অর্ধদক্ষ, দক্ষ এবং অতিদক্ষ ক্যাটাগরির শ্রমিক, যারা টেকনিশিয়ান ও সুপারভাইজার নামে পরিচিত, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে অন্য অদক্ষ শ্রমিকদের থেকে বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা কম পান। পূর্বে শ্রমমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল এঁদের জন্য বেতন বৃদ্ধি করা হবে।

এআইইউটিইউসি-র প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও এঁদের বাদ রেখে এই চুক্তি হয়েছে। ফলে এই কালা চুক্তিতে সাগরদিঘি ও সাঁওতালডির এআইইউটিইউসি অনুমোদিত ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা স্বাক্ষর করেননি। এ প্রসঙ্গে এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস বলেন, বিদ্যুৎ শিল্পের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে চুক্তিভুক্ত ও চুক্তিবহির্ভূত শ্রমিক নামকরণ করে ঠিকা-কর্মীদের মধ্যে বেতন বৈষম্য নিরসনের জন্য দ্রুত শ্রমদপ্তর ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম কর্তৃপক্ষকে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ছত্তিশগড়ে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ব্যাপক বিক্ষোভ

ছত্তিশগড়ের রায়পুরে ১৯ সেপ্টেম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কার্যকর্তা সহায়িকা সংযুক্ত মঞ্চ সারাদিন ব্যাপী ধরনা সমাবেশ করে। হাজার হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা দাবি তোলেন— তাঁদের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর স্বীকৃতি দিতে হবে এবং তা না দেওয়া পর্যন্ত মাসে যথাক্রমে ২৬ হাজার ও ২২ হাজার টাকা ভাতা দিতে হবে। সমাবেশে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত অঙ্গনওয়াড়ি ইউনিয়নের পক্ষ থেকে উপদেষ্টা বিশ্বজিৎ হারোড়ে এবং সভানেত্রী কল্পনা চেঁদ বক্তব্য রাখেন। এ ছাড়াও ইউনিয়নের অন্যান্য নেতৃবৃন্দও বক্তব্য রাখেন।

বন্যাপ্লাবিত মানুষের পাশে এআইডিএসও-আইএমএসএস

দার্জিলিংয়ের মাটিগাড়ায় এআইডিএসও-র ত্রাণ বিতরণ

দার্জিলিং জেলার বালাসন নদীর ধারে বন্যা বিধ্বস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে সুশ্রুতনগর ও উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের এআইডিএসও এবং জেলার এআইএমএসএস কর্মীরা ৫ অক্টোবর উপস্থিত হন পোড়াঝাড়ে।

উদ্ধারকার্যে হাত লাগান সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবকরা। বয়স্কদের নিরাপদ জায়গায় নিয়ে আসতে, অসুস্থদের মেডিকেল ক্যাম্পে ও মেডিকেল কলেজে পৌঁছাতে সাহায্য করেন।

বন্যাবিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গে চিকিৎসা শিবির

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চল বিশেষত দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলাগুলি ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়েছে। মহানন্দা, বালাসন, তিস্তা ও তোর্সা নদীর জল বিপজ্জনকভাবে বেড়ে গিয়ে বহু এলাকা প্লাবিত হয়েছে। বহু গ্রাম সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, প্রাণহানি ঘটেছে, মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে।

এই অবস্থায় মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার (এনবিএমসি/এনবিডিসি) ইউনিট বালাসন নদীর পাড়ে বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় মেডিকেল ক্যাম্প করে দুর্গত মানুষকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়। প্রয়োজন বুঝে তাঁদের নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ ইউনিটের সেক্রেটারি ডাঃ সুশ্রী সঙ্গীতা জেনা ও রাজ্য কাউন্সিল সদস্য ডাঃ সজীব বিশ্বাসের নেতৃত্বে ১৫ জনের চিকিৎসক ও ডাক্তারি ছাত্রদের একটি টিম উপস্থিত ছিল। আগামী বেশ কিছু ধরে ক্যাম্প চলবে। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার ডাক্তার, ডাক্তারি ছাত্র, নার্স, মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করার জন্য আবেদন করেছে।

উত্তরবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি

একের পাতার পর

একাধিকবার মানুষজনকে একই রকম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে হচ্ছে। সমতলেও তার অভিঘাত এসে পড়ছে। ফলে শুধু তাৎক্ষণিক ত্রাণ ও পুনর্বাসন এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান নয়। উপযুক্ত নিয়ম মেনে রাস্তাঘাট, বাড়িঘর তৈরি ও ভূমিধস, ভূমিক্ষয় রোধ করার ব্যবস্থা না করায় এইসব এলাকায় বিপদ বেড়েই চলেছে। এর দায় পুরোপুরি সরকারের।

তাই আমাদের দাবি— পাহাড়ে সমস্ত ধরনের নির্মাণকার্য বিজ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ ও পরিবেশবিদদের পরামর্শ অনুযায়ী করতে হবে। কর্পোরেট মুনাফার স্বার্থে পর্যটন ব্যবসা ও নির্মাণকাজ করা চলবে না। পাহাড়ের মানুষের স্থায়ী উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আশা করি, আপনি দাবিগুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে কার্যকর করার দ্রুত উদ্যোগ নেবেন।

প্রকাশিত হয়েছে সংগ্রহ করুন

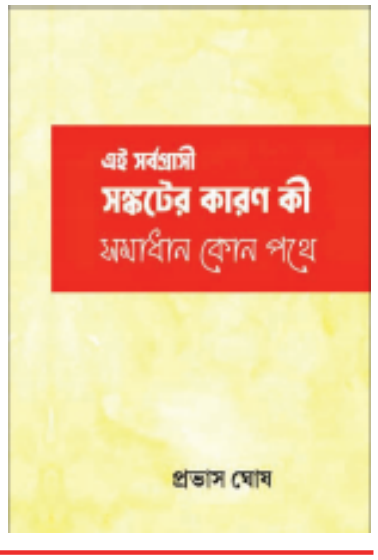

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com